ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 08- 16
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.173

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের ‘ইয়ারুইঙ্গম’ উপন্যাসে অন্ত্যজশ্রেণির সংগ্রাম

ড. যতন সাহা, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লঙ্কা মহাবিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 05.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

During the period of India’s freedom movement, many writers emerged, among whom Assamese fiction writer Birendra Kumar Bhattacharya holds a special place of honor. He was simultaneously a poet, storyteller, playwright, essayist, and novelist. His novels gained immense popularity among readers. His life was full of diverse activities. Apart from literary pursuits, he also worked as a journalist and editor. For his livelihood, he traveled to different regions of Assam, and through his writings, he vividly portrayed the struggles and problems of common people. These struggles and problems found deep reflection in his novels.

In discussing the novel ‘Iaruingam’ in brief, on the one hand, the economic, social, and political oppression of the marginalized classes will be highlighted on the other hand, the characters of the novel, rising above all inferiority complexes, emerge as dignified human beings through the joy of self-respect. An attempt will be made to bring forth these aspects in the main discussion.

Keywords: Marginalized classes, Economic oppression, social oppression, Political, Humanism

সাহিত্যে শ্রেণিসংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। সমাজে ধনী-গরিব, শোষিত-শাসিত জনগোষ্ঠীর দুঃখ, দারিদ্র্য ও প্রতিরোধ সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সমাজে ক্ষমতাশালী ও বঞ্চিত শ্রেণির দ্বন্দ্ব সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। ঊনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন পর্যন্ত, এই সংগ্রামের চিত্র সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, যেমন, কবিতা, উপন্যাস, নাটক এবং গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। অসমীয়া সাহিত্যেও শ্রেণিসংগ্রাম একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিশেষ করে বিশ শতকের সাহিত্যে কৃষক, শ্রমিক ও নিপীড়িত শ্রেণির বাস্তব জীবনচিত্রের পাশাপাশি তাদের অধিকার ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের প্রতিফলন দেখা যায়। লক্ষীনাথ বেজবরুয়া থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র গোস্বামী, শীলভদ্র, ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া, ভূপেন হাজরিকা, আব্দুল মালিক এবং বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে অন্ত্যজশ্রেণির(Marginalised) মানুষ। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের ‘ইয়ারুইঙ্গম’ উপন্যাসেও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের-ই প্রধান চরিত্র হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে সকল লেখকদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অসমীয়া কথা সাহিত্যিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য অন্যতম। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাগা সমাজের উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিষ্পেষণ। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের ‘ইয়ারুইঙ্গম’

উপন্যাস অবলম্বনে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষগুলোর সমস্যার বিবরণ এবং তাদের উত্তরণের বিষয়ে আলোকপাত করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি: পদ্ধতি বিদ্যা হিসাবে বিশ্লেষণাত্মক এবং বর্ণনাত্মক এই দুটি পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করেছি। নীচে উপন্যাসের কাহিনি পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে উল্লিখিত বিষয়টির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস করব।

'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে টাংখুল নাগাদের স্বদেশানুরাগী যুবকদের প্রতিনিধি স্বরূপ রিশাং, ফানিটফাং এবং খাটিং নামে তিনটি পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মূল ঘটনাটি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। নাগা সমাজের উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিষ্পেষণের চিত্র তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি নাগাদের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যেরও মানবতাবাদের ধ্বনি শোনা যায় এখানে।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসটি অসমীয়া সাহিত্যের একটি অন্যতম উপন্যাস। ইয়ারুইঙ্গম একটি নাগা শব্দ যার অর্থ হল 'প্রজা সাধারণের শাসন'। ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমার মণিপুরের সমান্তবর্তী নাগা অধ্যুষিত গ্রাম উখ্রুলে শিক্ষকতা করতে যান এবং সেই সময় তিনি নাগা সমাজকে খুব কাছের থেকে দেখেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনি গড়ে তোলেন। উপন্যাসের পটভূমি মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড সীমান্তের একটি নাগা অধ্যুষিত গ্রাম। কাহিনির সময়সীমা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করার পরবর্তী কিছু সময় এর কাহিনি।

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানি সৈন্য মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড পাহাড় ত্যাগ করার পর। এই জাপানি সৈন্যের সঙ্গে সুভাষ বসুর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এর একজন নাগা সৈন্য ছিল ভিডেশ্যেলী। নাগাদের মধ্যে দুটি প্রধান গোষ্ঠী রয়েছে এক টাংখুল, অপরটি আঙ্গামী। ভিডেশ্যেলী ছিল আঙ্গামী নাগা। মিত্রশক্তি জাপানের সঙ্গে মিলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভারত স্বাধীন করাই ছিল তার একমাত্র স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নই তাকে সুভাষ বসুর অনুগামী করে এবং সে ব্রহ্মদেশে (বর্তমান ম্যানমার) গিয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে' যোগদান করে। একদিন জাপানি সৈন্য ভারত থেকে ফিরে যায় কিন্তু সংগ্রামী ভিডেশ্যেলী নাগা পাহাড়েই থেকে যায়। এবং সে স্বপ্ন দেখে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> "সমগ্র দেশখন স্বাধীন করি এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঢ়ার স্বপ্নত সি বোলে বাউল।"[১]

শুধু তাই নয়, নাগাদের মধ্যে সে এক স্বাধীন নাগা রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে নাগা গ্রামবাসীদের-

> "সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য এখনর স্বপ্নই মানুহবোরর মনত দ সাঁচ বহুবাইছিল।"[২]

কিন্তু উপন্যাসের অপর এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র গান্ধীবাদে বিশ্বাসী রিশাঙের কাছে এটা হাস্যকর এবং অলীক স্বপ্ন মনে হয়-

> "এটা মানুহর অদমনীয় আশারে এখন রাজ্য গঢ়ি নুঠে; রাজ্য গঢ়িছে ব্রিটেন, জাপানে আরু আন আন সভ্য দেশবোরে যি বোরর হাতত বিরাট সৈন্যবাহিনী আরু বোমারু বিমান আছে। রাজ্য পাতিছে ইংরাজে, - যার রাজ্যত সূর্য ডুব নাযায়।রাজ্য পাতিছে আমেরিকাই, যার ধনেরে পৃথিবী কিনিব পারে। তেনে রাজ্য পাতিব এটি অহৌ বলিয়া আঙ্গামীয়ে! তদুপরি রাজ্যখনেই বা কেলেই? সিহঁতক লাগে স্কুল, হাস্পাতাল, রাস্তা। রাজ্য সিহঁতর হারমালহে হ'ব। ধন-সোন, অস্ত্র এইবোর ক'র পরা পাব? তাতকৈ বরং এতিয়া যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থকাই ভাল।"[৩]

রিশাঙের পাশাপাশি উপন্যাসে দেখা যায় খাটিং ও ফানিটফাঙ স্কুল কলেজ ছেড়ে ইংরাজ সরকারের অধীনস্থ 'ভি' ফোর্সে যোগদান করে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করে। তার বিনিময়ে চীফ কমিশনার তাদের আশ্বাস দেন যে নাগাভূমিতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও যাতায়াতের জন্য সুব্যবস্থা করে দেবেন। এই আশা নিয়েই তিন বন্ধু বিভিন্ন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে শেষে নিজের জন্মভূমি ট্রাংখ্রুলে এসে পৌঁছায়। এখানেই রিশাঙ ও ভিডেশ্যেলির সংগ্রামের পথ ভিন্ন। সে ভিডেশ্যেলির আদর্শ সম্পর্কে বলে-

> "ভিডেশ্যেলীয়ে যি বাটে যাবলৈ বিচারিছে, সিহঁতে তার ওলোটা বাটে যাব খুজিছে। কিন্তু ভিডেশ্যেলীর এদিন মোহ-মুক্তি হবলৈ বাধ্য। এদিন সি বুজিব বন্ধুভাবে যিমানে সম্পদ আদায় করিব পারি, শত্রুভাবে নোবারি। বরং পৃথিবীর শক্তিশালী দেশ এখনর শত্রু হৈ নিজেকে ধ্বংস করিবলৈ বেছি পর নেলাগে।"[৪]

এখানেই সে ক্ষান্ত থাকেনি। উপন্যাসের অপর এক উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র চারেংলা নেতাজী সম্পর্কে জানতে চাইলে, তখন অহিংসায় বিশ্বাসী রিশাঙ বলে-

> "নেতাজী! বর ডাঙর এজন নেতা।...এক দুর্জয় বাসনা আরু অসীম মনোবলেরে তেঁও মুক্তির বাণী বহন করি, সীমান্তত প্রবেশ করিছিলহি। কিন্তু তেঁওর এই দেশ গঢ়ার স্বপ্ন এই পথেদি পূর্ণ নহয়। এদিন নেতাজী আরু ভিডেশ্যেলী দুয়ো তেওঁলোকর ভুল বুজিব।"[৫]

একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সৈন্যদের নাগা পাহাড় দখল অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি নাগা জনসাধারণের দুর্দশার প্রধান কারণ হয়ে উঠেছিল, তার বিবরণ উপন্যাসের বহু জায়গায় পাওয়া যায়। আবার মহামারী বসন্তে দিন দিন মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে এক মৃত্যু উপত্যকার পরিণত হয় নাগা পাহাড়।

বলা বাহুল্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে নাগারা শোষিত বঞ্চিত হয়ে এসেছে। তাই একদিন সবকিছু ছেড়ে দেশ ও জাতির জন্য ভিডেশ্যেলী নেতাজীর শরণাপন্ন হয়ে জাপানি সৈন্য দলে ভর্তি হয়েছিল। সিঙ্গাপুরে প্যারেডের সময় নেতাজিকে সে বলতে শুনেছে-

> "যি মরিব জানে, সিহে স্বাধীনতার বাবে যুঁজিব জানে।"[৬]

নেতাজীর সেই বাণীই সে নাগা পাহাড়ের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু রিশাঙের মতো নাগা জনসাধারণ গান্ধীকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছে। সেখানে নেতাজিপন্থী ভিডেশ্যেলীর বক্তব্য হল-

> "যুদ্ধ জানো বন্ধুক-উরাজাহাজ করে? যুদ্ধ করে মানুহে। যদি রাইজে আমাক মানে, তেন্তে আরু কি লাগে ! রাইজেই রজা।"[৭]

উপন্যাসে দেখি, সারাভারত ব্যাপী স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে। নাগা পাহাড়েও এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। কিন্তু ভিডেশ্যেলীর লক্ষ্য নাগা পাহাড়কে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাগাল্যান্ডকে এক সার্বভৌম রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। নাগা রাজ্য গঠন করার জন্য সে আত্মগোপন করে এবং একটি গুপ্ত বাহিনী গঠন করার কাজে নিজেকে সমর্পিত করে। তাই সে নাগা জনসাধারণকে তার দলে ভর্তি করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে-

> "নগা গাঁবৈ গাঁয়ৈ কৈ ফুরিছে বোলে ব্রিটিছক খেদি নগা স্বাধীন হব লাগে।"[৮]

ভিডেশ্যেলীর এই ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকার গ্রেফতারি আদেশ জারী করে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র খাইখুইয়ের মুখে শোনা যায় ভিডেশ্যেলীর গ্রেফতারী পরোয়ানার কথা-

> "কালি চীফ কমিশ্যনারর পরা এটা বায়ারলেছ পাঁইছো।... 'অ' ভিডেশ্যেলী হৈছে দাগী বিদ্রোহী। তার ওপরত গ্রেপ্তারের আদেশ হৈছে।"[৯]

অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাগাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কমপেনসেশন্ আদায় করার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন তা নাগা যুবকেরা অনুধাবন করতে পারে। তাছাড়া লবন, কার্পাস, আদা ইত্যাদি কাঁচা মালের উচিত মূল্য তাদের প্রাপ্য আদায়ের জন্যে একজন নেতা তাদের প্রয়োজন আর এই নেতা তারা রিশাঙের মধ্যে দেখতে পায়। কিন্তু রিশাং জানে এইসবের জন্যে শিক্ষার বড় প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজনেই সে মিশনারী ডক্টর ব্রুকের প্রচেষ্টায় কলকাতায় পড়তে যায়।

উপন্যাসে দেখা যায় রিশাং, খাটিং এবং ফানিটফাঙ তিন বন্ধু তিনটি আদর্শে চলে। রিশাঙ চলে যায় কলকাতায় পড়াশোনার জন্যে। খাটিং মিলিটারিতে ভর্তি হয়। এবং ফানিটফাঙ ভিডেশ্যেলীর প্ররোচনায় পড়ে নিজেকে তার অনুচর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। ভিডেশ্যেলীর মতো সেও এক স্বাধীন নাগা রাজ্যের স্বপ্ন দেখে।

নাগা যুবকেরা যেন বিপথে পরিচালিত হয়ে ভিডেশ্যেলীর দলে যোগ না দেয় সেজন্য উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র জীবন মাস্টার ও রিশাঙ ঘরে ঘরে গিয়ে শান্তির বাণী শোনায়। অপরদিকে সর্বস্ব হারিয়ে নাগারা যে ক্ষতিপূরণ সরকার থেকে পাওয়ার কথা ছিল সেটা না পেয়ে এন ভি, জেমস প্রমুখ নাগা যুবকেরা ভিডেশ্যেলীর গোপন শিবিরে গিয়ে কাজ করতে শুরু করে। ঔপন্যাসিক তার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে-

> "মহাসমরর আঘাতত সিঁহতর গাঁও ভূই আরু জীবন বিধ্বস্ত হৈ যোবার পিছরে পরা ক্ষতিপূরণ আরু অন্যান্য সহায় বিচারি মানুহবোরে চরকারর ওচরলৈ কেইবাবারো গৈছে, কিন্তু একো হোবা নাই। ক্ষোভত আরু ক্রোধত বহুত মানুহে ভিডেশ্যেলীর পক্ষ হৈ এতিয়া নগা পর্বতর গভীর অরণ্যত বন্দুক-বারুদ গোটাই সমরায়োজন করিছে।"[১০]

আবার তারই আত্ম অনুশোচনা করে বলে-

> "সিহঁতক বহুত কিবাকিবি লাগে, সঁচা কথা; কিন্তু এইদরে রণ করিবর বাবে সিহঁতক আরু মন নাই। রণ মানেই অকালমরণ, অকালমরণ কোন জীয়া মানুহে বিচারে?"[১১]

অর্থাৎ তারা যুদ্ধ চায়না। চায় শান্তি এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো। তাই পরবর্তীতে তাদেরকেই আবার বলতে শোনা যায়-

> "সেইভাবেই এই ভয়র আঁউসীত শান্তির জোনর এধালি কিরণ পাবর বাবে সিহঁতর প্রাণে কান্দি উঠিছে। ভুলেই হ'ক বা শুদ্ধই হওক, রিশাঙক সেই শান্তির দূত বুলি গ্রহণ করিবর বাবে সিহঁতর মন আজি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।"[১২]

সাধারণ নাগাদের প্রতি রিশাঙের আস্থা স্বরূপ মন্তব্য-

> "সাধারণ মানুহে এনে স্বাধীনতা কেতিয়াও বিচরা নাছিল আরু আজিও নিবিচারে - সিহঁতে বিচারে জীয়াই থকার স্বাধীনতা, শান্তির অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টি।"[১৩]

অপরদিকে ভিডেশ্যেলীর অনুচরের হাতে জীবন মাস্টারের মৃত্যু হলে নাগা পাহাড়ে তার আদর্শের জীবন্ত স্মৃতি মুছে যায়। রিশাং তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলে-

> "জীবন এই বিষয়ত অবিনাশ, গান্ধী এওঁলোকর সৈতে একে।"[১৪]

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় রিশাং ও খুটিংলার বিবাহ হয়। বিয়ের পর একদিন রিশাং তার স্ত্রী খুটিংলাকে বলে তাদের ছেলে সন্তান হলে নাম রাখবে 'ইয়ারুইঙ্গম'। যার অর্থ হল 'প্রজা সাধারণের শাসন'। অর্থাৎ রিশাঙ বিশ্বাস করে যে একদিন এই নাগা পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসবে এবং সরকারের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের আকাঙ্খিত স্বপ্ন একদিন পূর্ণতা পাবে-

> "মিশ্যনেরীবোরে সদায় সিহঁতক কয়, যীশুর কল্পিত স্বর্গরাজ্য বোলে এদিন এই পর্বতমালার বুকুতে উদয় হব।"[১৫]

অর্থাৎ রিশাঙের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা সম্ভব হবে এবং 'ইয়ারুইঙ্গম' একদিন নাগা পাহাড়ে আবির্ভূত হবে। রিশাং এবং ভিডেশ্যেলী এই দুই রাজনৈতিক নেতার পরস্পর বিরোধী আদর্শের মত বিরোধ এবং তার পরিণতিই হল 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসের কাহিনি।

"অন্ত্যজ" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত *অন্ত্য* (শেষ, নিম্নতম) থেকে। সামাজিক কাঠামোর দিক দিয়ে এটি হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ বা অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে, যাদের স্পর্শঅযোগ্য বা অচ্ছুত হিসেবে চিহ্নিত করা হত। 'অন্ত্যজশ্রেণি' মানে সেই জনগোষ্ঠী যাদের সামাজিক সম্মান, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ 'অন্ত্যজশ্রেণি'-কে 'পিছড়ে-বর্গ' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই বর্গের চৈতন্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন-

> "নিম্নবর্গের চৈতন্যের অপর যে লক্ষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ধর্মভাব। ধর্মভাব বলতে আমি শুধু ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি চেতনার সেই ঐতরিক বা 'এলিয়েনেটেড' অবস্থার কথা যার প্রভাবে জড়জগৎ বা জীবজগতের কোনও সত্তাকে, বাস্তবের বা ভাবনার অন্তর্গত কোনও বিষয়কে তা যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আনতে পারে না, এবং এক

বিষয়ের গুণ আরোপ করে। ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয়, যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়।'' [১৬]

আসলে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা ধর্মভীরু।

এখন আমাদের প্রশ্ন হতে পারে নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজ শ্রেণি কি একই? এই প্রসঙ্গে নিম্নবর্গের গবেষক রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন-

"হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যারা সর্বনিম্নে অবস্থিত তারাই তমঃগুণান্বিত। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এদের একেবারে নীচে শূদ্র। এরাই তমঃগুণের আধার, পেশাগত দিক থেকে হীনকর্মে ব্রতী, জাতিগত দিক থেকে অচ্ছুৎ, অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে দরিদ্র, শিক্ষাগত দিক থেকে নিরক্ষর, সংস্কৃতির দিক থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই সকল পরিচয়ে পরিচিত মানুষ কালে কালে বিভিন্ন ধরনের ভূ-শক্তির পীড়নে পর্যুদস্ত। এই দলিত, অচ্ছুৎ, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত।"[১৭]

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসের কাহিনি মূলত অন্ত্যজ বা প্রান্তিকবর্গের সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। একদিকে ঔপনিবেশিক শোষণ অন্যদিকে দেশীয় সামন্তবাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রান্তিক মানুষেরা সেদিন সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এই প্রান্তিক বর্গের প্রতিনিধি হয়ে উপন্যাসে রিশাং, খাটিং, ফানিটফাং এবং ভিডেশ্যেলী তারাও নিজেদের ন্যায্য দাবির জন্য সংগ্রামের পথ বেছে নেয়।

উপন্যাসের শুরুতেই লক্ষ করা যায় প্রান্তিক মানুষদের ওপর শোষণের ছবি-

"গাঁৱর সকলোরে ধান একেলগে এটা ভঁরালত থৈ তার পরা ধান বাটি দিবর বাবে গাঁওবুঢ়ার গাত ভার দিলে। যোবাবার খেতি সম্পূর্ণকৈ চপাব নোবারিলে সিহঁতে। সমানে আধা সৈন্যবোরে পথারর পরা কাটি লৈ গল। এতিয়া যিটো ভঁরাল আছে সেইটোতে সৈন্যবোরর চখু পরিছিল। কিন্তু তার আগতে জানিবা জাপানীবোর গলগৈ। এতিয়া বগা সাহাববোর আহিছে, সিহঁতে বা কি করে তাক ভাবি মানুহবোরর মনত নকৈ আতঙ্কর উদয় হৈছিল।"[১৮]

তাদের এই অমানবীয় অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র খাটিং বলে-

"বোপাই! স্বাধীনতা কি আমি জানো। নগা নাঙঠ হৈ থাকোঁতে ইয়াতকৈ বহুত সুখেরে আছিল। খোৱা-বোবার দুখ নাই। গাঁবর বস্তুরে চলি যায়। টকা-পইচা, এইবোরর জঞ্জাল নাই।"[১৯]

ফলস্বরূপে নাগা সমাজের সাধারণ শ্রেণির মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা থেকে দূরে থাকতে চায়। তাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ বা ধারণা হল তাদের ওপর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ অত্যাচার। তাই উপন্যাসে সহিংস পন্থায় বিশ্বাসী ভিডেশ্যেলী চেয়েছে স্বাধীন 'নাগারাজ্য'। যেখানে নাগা মানুষদের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা থাকবে। সে স্বপ্ন দেখে -

"সমগ্র দেশখন স্বাধীন করি এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঢ়ার।"[২০]

কিন্তু রিশাঙের কাছে ভিডেশ্যেলীর এই স্বপ্ন দেখা মানে 'পাগলামি' ছাড়া কিছু নয়। তাই সে আশাবাদী সম্ভাব্য স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখবে এবং যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকলের সম অধিকার থাকবে। উপন্যাসের শেষে রিশাং ও তার প্রেয়সী খুটিংলার কথোপকথনে তা ফুটে ওঠে-

"আমার লরা হলে তার নাম কি রাখিম জানো?
কি? লাজত খুটিংলাই কলে ।
'ইয়ারুইঙ্গম'
মানে? মুখখন তুলি বিস্ময়ত খুটিংলাই প্রশ্ন করিলে ।
'রাইজর শাসন'।" [২১]

অর্থাৎ তাদের সন্তানের মধ্যে দিয়ে এক গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে সে। ভারত স্বাধীন হলো। কিন্তু নাগা পাহাড়ের সেই প্রান্তিকবর্গের ওপর অত্যাচার কমেনি। অত্যাচারে বর্ণনা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন-

> "কমতো অত্যাচার আরু উৎপীড়ন হোয়া নাই এই পর্বতীয়া নগাখিনির ওপরত। মহাযুদ্ধই সিহতক ঘরতে বনবাস দিলে, ভঁরাল উদং করিলে, ঘর-দুয়ার সম্পত্তি বোমা-বর্ষণত উজার করিলে। তার পিছত আহিল মারি-মরক। সৈন্যবাহিনী আরু সরকারে প্রতিশ্রুতি দিছিল ক্ষতিপূরণের।"[২২]

কিন্তু তারা ক্ষতিপূরণ কিছুই পায়নি, এমনকী স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু তাদের প্রাপ্যটুকুর জন্য তারা লড়াই করে যাচ্ছে। কিন্তু নতুন সরকারের থেকে কোন আশা তারা দেখতে পায় না। ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

> "ইউনিয়ন জেকর ঠাইত যিদিনা উখ্রুলর সদর অফিসত তিনিরঙিয়া পতাকা উরিল; সেইদিনাও সিহঁতে কেবল একান্ত মনে কামনা করিছিল নতুন সরকারর অনুদান-ক্ষতিপূরণ। কিন্তু আজিও তার কোন দিয়া হওয়া নাই।"[২৩]

তাই ভিডেশ্যেলীর ভারতীয় জাতীয় চেতনায় আস্থা নেই। ফলে সে সংগ্রাম করছে এক স্বাধীন নাগা রাজ্যের জন্য। অপরদিকে ভিডেশ্যেলীর এই সংগ্রামের বিপরীতে রিসাঙকে বলতে শোনা যায়-

> "ভিড্যেশেলিয়ে ভুল করিছে। নতুন সরকার হইছে, স্বাধীন সরকার-তার কামলৈ সিঁহতে বাট ছোঁয়া উচিত। কিন্তু রিশ্বাঙর অনুমান ভিড্যেশেলির এই নতুন সরকারকো স্বাধীন সরকার বুলি গ্রহণ নকরে। তার অন্তরত জিলিকি উঠিছে রোমাঞ্চকর নগা স্বাধীনতার এক কল্পনা-রাজ্য। সৎ খ্রিস্টান ভাবে, পৃথিবীর বুকুত এদিন জন্ম ল'ব এক অনুপম স্বর্গরাজ্যই। এই কল্পনা তারও আছে কিন্তু চল্লিশ কোটি জনতার পরা বিচ্ছিন্ন হৈ এমুঠি নগাই কি স্বাধীনতা পাব, কেনেকৈ স্বাধীনতার সহায়ত এই দুর্গম পর্বতমালাক মানুষ স্বপ্ন রাজ্যের পরিণত করিব, তাক সি ক'ব নোয়ারে। আরু যি পথ গ্রহণ করি ভিড্যেশেলিয়ে সেই লক্ষলৈ যাব খুজিছে, সেই পথ মানুহর চরম নিষ্ঠুরতার পথ।"[২৪]

মতাদর্শের বিরোধ থাকলেও একজন সহিংস ভাবে আন্দোলন করছে প্রান্তিক বর্গের মানুষদের সুযোগ-সুবিধার জন্য। অপরদিকে রিশাং অহিংস ভাবে সংগ্রাম করছে স্বাধীন ভারতের প্রান্তিক আদিবাসী বর্গের প্রাপ্য আদায়ের জন্যে। স্বাধীনতা পরবর্তী সামন্তবাদীদের অত্যাচার ও শোষণের ছবি তুলে ধরেন বীরেন্দ্র কুমার তাঁর 'রঙামেঘ' (১৯৭৬) উপন্যাসটিতে। ৭০-এর দশকের অসমের কৈবর্ত সমাজের প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেন। এখানে একটি কৈবর্ত সমাজের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। প্রিয়রাম কৈবর্ত সমাজেরই একজন ব্যাক্তি, পেশায় একজন জেলে। কিন্তু সে তার মহাজন-এর অধীনে মাছ ধরে। তাদের সম্প্রদায়ের নেতা এম.এল.এ চৌধুরী এবং তাঁর দল কংগ্রেস আশ্বাস দেয় তাদের উন্নয়নের কিন্তু এতদিনেও তাদের কোন উন্নয়ন হয়নি বলে অভিযোগ করে ওই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবক আনন্দ। সে কথায় কথায় 'মাও-সে-তুঙ'-এর কথা বলে-

> "We must not depend on secretaries or back-benchers. We must do things ourselves, accepting only other people's help. The secretary system should not be allowed to become an epidemic. Wherever a secretary is unnecessary, there should not be one. To depend entirely on secretaries for everything is a symptom of the decline of the revolutionary sprit."[২৫]

আনন্দের মতো আমরা 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে রিশাং চরিত্রটির মধ্যেও দেখি, সে চায় শিক্ষা আর শিক্ষা। কারণ সে জানে একমাত্র শিক্ষাই পাল্টে ফেলতে পারে মানুষকে। মানুষের বিশ্বাস, প্রথা এবং সমাজকে। তাই সে বলে-

> "পৃথিবীত যুদ্ধ ইনকিলাব এইবোর দুদিন থাকে, কিন্তু শিক্ষা আরু জ্ঞান চিরদিনীয়া।"[২৬]

অন্যদিকে দেখা যায়, প্রান্তিক বর্গের মানুষেরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভুমিকা গ্রহণ করছে। আমরা রিশাঙের কলকাতার হোস্টেলের বন্ধু তথা মণিপুরের বাসিন্দা পিটম্বি চরিত্রটিকে দেখতে পাই, কীভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলকাতা শহরে ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখে নির্ভীক কণ্ঠে বলে-

> "ফায়ার এন্ডফায়ার এন্ড গিভ আস ফ্রিডম।"[২৭]

তার এই নেতৃত্বে সাড়া দিয়ে উত্তেজিত জনতার কণ্ঠে শোনা যায়-

> "কুইট ইন্ডিয়া, কুইট ইন্ডিয়া।"[২৮]

উপন্যাসে দেখা যায় রিশাং, খাটিং, শারেংলা, ভিড্যেশেলী এবং ফানিটফাং সহ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলিও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে বিভিন্নভাবে। রিশাঙকে দেখা গেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে। অন্যদিকে ভিডেশ্যেলীর মতো ফানিটফাঙও এক স্বাধীন নাগা রাজ্যের স্বপ্ন দেখে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র শারেংলাকে সে বলে-

> "স্বাধীনতা নহলে জীবনর একো মূল্য নাই।...স্বাধীনতা পালেহে ইংরাজ আরু আমেরিকাবোরর দরে হব। মানুহর দরে আমি জীয়াই থাকিম।"[২৯]

নাগা পাহাড়েও যে সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত ছিল। সে সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা' গ্রন্থে লিখেছেন-

> "পাহাড়ের কোনো নিভৃত গহ্বরে বসিয়া নাকি লাখ দুই নাগা সৈন্য তলোয়ার সানাইতাছে; হাতিয়ার সবই মজুত।"[৩০]

'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমাজের একেবারে প্রান্তিক বর্গের মানুষগুলোকে মুখ্য চরিত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একইভাবে বহুদিনের লাঞ্ছনা আর শোষণের শিকল ভেঙে সমাজের মূল স্রোতের (Main Stream) সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রগুলো একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করেছে।

উপসংহার: বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে দেখা গেছে, কীভাবে চরিত্রগুলি নাগা পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে। সারেংলা গুয়াহাটিতে 'ওয়েভিং' স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

> "চারেংলাই নগা পাহাড়খন এরি আহিব লগা হল। তার একমাত্র কারণ হল জীবিকা।"[৩১]

অপরদিকে রিশাং কলকাতায় পড়তে গিয়েছে। কলকাতায় শ্যামলীর মায়ের সঙ্গে আলাপ চারিতায় উঠে আসে বিশ্বের কাছে নাগা সমাজের ধারণা। ঔপন্যাসিক লিখছেন-

> "শ্যামলীর মাকে তাক সিহঁতর জীবনর বিষয়ে অনেক অদ্ভুত প্রশ্ন করিছিল। তাইর ধারণা আছিল নাগাবোর বর দুর্দান্ত যোদ্ধা, অনবরত যুদ্ধই করি থাকে আরু সিহঁত হাবিত বাঘ-ঘোঙর লগত একেলগে থাকে।"[৩২]

এর উত্তরে রিশাং বলে -

> "সিহঁতর গাঁবতে মানুহে ঘর-বারী পাতি থাকে, সদায় যুদ্ধ নকরে। সিহঁত যে সভ্য মানুহতকৈ বহুত গুনে ভাল -তাকো ক'বলৈ নাপাহরিলে।"[৩৩]

অর্থাৎ সমাজ তাদের অন্ত্যজ করে রাখলেও, সমাজের সভ্য মানুষদের থেকে তারা যে কোনো অংশে কম নয়, রিশাং চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমারের সমাজের অন্ত্যজ মানুষদের প্রতি সমবেদনার দিকটি উঠে আসে। প্রান্তিক মানুষ একদিকে যেমন সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণের প্রকরণগুলিকে বুঝতে পেরেছে, তেমনি আত্মমর্যদার আনন্দে সমস্ত হীনমন্যতা কাটিয়ে স্বরাট মানুষ হয়ে উঠেছে। এখানেই বীরেন্দ্র কুমারের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য রচনাবলী ১। প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, কথা গুয়াহাটি-০১, পৃ. ৭১।
২. তদেব, পৃ. ৭১।
৩. তদেব, পৃ. ৭১।
৪. তদেব, পৃ. ৭১।
৫. তদেব, পৃ. ৭১।
৬. তদেব, পৃ. ৯৮।
৭. তদেব, পৃ. ৯৯।
৮. তদেব, পৃ. ১০৪।

৯. তদেব, পৃ. ১০৪।
১০. তদেব, পৃ. ১৭১।
১১. তদেব, পৃ. ১৭১।
১২. তদেব, পৃ. ১৭১।
১৩. তদেব, পৃ. ১৭১।
১৪. তদেব, পৃ. ১৭৩।
১৫. তদেব, পৃ. ১৭৫।
১৬. ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ সম্পাদনা। নিম্নবর্গের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ৪৩।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৪৮।
১৮. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
১৯. তদেব, পৃ-৭৫।
২০. তদেব, পৃ-৭১।
২১. তদেব, পৃ-১৭৫।
২২. তদেব, পৃ-১২৩।
২৩. তদেব, পৃ-১৩৫।
২৪. তদেব, পৃ-১৩৫।
২৫. ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্র কুমার। রঙামেঘ। দ্বিতীয়সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০১৬, চন্দ্রপ্রকাশ, গুয়াহাটি-১, পৃ. ৮৭।
২৬. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।
২৭. তদেব, পৃ-১২৩।
২৮. তদেব, পৃ-১২৩।
২৯. তদেব, পৃ-১৯৯।
৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ। নির্বাসিতের আত্মকথা। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ-২০২০, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৪, পৃ. ১৯।
৩১. আচার্য্য, নির্মাল্য এবং ঘোষ, শঙ্খ সম্পাদনা। সতীনাথ রচনাবলী (খণ্ড-২)। মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৬৫।
৩২. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।
৩৩. তদেব, পৃ. ১২৭।

গ্রন্থপঞ্জি:

অসমীয়া

১. কলিতা, সমীন। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী ড বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য।তৃতীয়প্রকাশ, এপ্রিল ২০২৪, নেসনেল প্রিন্টার্স, গুয়াহাটি।
২. খাওন্দ, মলয়া। ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য আরু তেওর উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, সাহিত্য প্রকাশ, গুয়াহাটি।
৩. ঠাকুর, ড. নগেন। এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস। পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১৮, জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটি।
৪. ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রকুমার। ডেরশ বছরর অসমীয়া সংস্কৃতিত এভুমুকি। ষষ্ঠ সংস্করণ-২০১২, অসম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটি।
৫. ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রকুমার। রঙামেঘ। দ্বিতীয়সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০১৬, চন্দ্রপ্রকাশ, গুয়াহাটি।
৬. শর্মা, গোবিন্দপ্রসাদ। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য উপন্যাসিক। পুনর্মুদ্রণ ২০১০ বনলতা, গুয়াহাটি।

৭. শর্মা, ড. হেমন্তকুমার। বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য রসাহিত্য-কৃতি। প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৩, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৮, অভিযাত্রী মুদ্রণ আরু প্রকাশন, গুয়াহাটি।

৮. দাস, শোনিত বিজয় এবং বায়ন, মুনীন সম্পাদনা। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য রচনাবলী ১। প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ ২০০৩ , কথা, গুয়াহাটি।

বাংলা

১. ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ সম্পাদনা। নিম্নবর্গের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, কলকাতা।

২. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার। প্রান্তিকমানব। পুনর্মুদ্রণ-ফেব্রুয়ারি, দীপ প্রকাশন, ২০২৩, কলকাতা।

৩. আচার্য্য, নির্মাল্য এবং ঘোষ, শঙ্খ সম্পাদনা। সতীনাথ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, কলকাতা।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ। নির্বাসিতের আত্মকথা। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ-২০২০, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫, কলকাতা।

৬. বন্দোপাধ্যায়, সুরভি। গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি। তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা।

৭. ভট্টাচার্য, দেবাশিস। বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা। অক্ষর পাবলিকেশন্স, ২০১০, কলকাতা।

ইংরেজি

১. Bandyopadhyay, Sekhar. From Plassey to Partition and After. Second Edition, Orient BlackSwan, Hyderabad-29.

২. Guha, Amalendu. Planter Raj To Swaraj. Third edition, 2014, Chaman offset, Delhi-110002.